Cosmo School

শ্রেণি: অষ্টম

বিষয়: বাংলা ১ম পত্র

'প্রার্থনা'

জ্ঞানমূলক প্রশ্ন:

১. 'প্রার্থনা' কবিতায়-'না জানি ভকতি, নাহি জানি স্তুতি'–এর পরের চরণ কোনটি?
২. 'প্রার্থনা' কবিতায় কবি স্রষ্টার কাছে কী চেয়েছেন?
৩. কবি কায়কোবাদ কী না জানার কথা স্বীকার করেছেন?
৪. 'প্রার্থনা' কবিতায় কবি স্রষ্টার কাছে কী বলেছেন?
৫. কবি স্রষ্টার কাছে কী নিয়ে আত্মসমর্পণ করেছেন?
৬. 'প্রার্থনা' কবিতায় কবির পথের সম্বল কে?
৭. 'প্রার্থনা' কবিতায় স্রষ্টার নামে কী রয়েছে?
৮. 'প্রার্থনা' কোন জাতীয় রচনা?
৯. কবি কীসের মাধ্যমে স্রষ্টার কাছে নিবেদন করেছেন?
১০. কবি কায়কোবাদের ছেলেবেলা থেকেই কবিতা লেখার হাতেখড়ি হয়। এখানে 'হাতেখড়ি' বলতে বোঝায়-
১১. কবিতায় 'আমি নিঃসম্বল' বলতে কী বোঝানো হয়েছে?
১২. 'ভুলি নি তোমারে একপল' চরণটি দ্বারা কী বোঝানো হয়েছে?
১৩. কবি কেন স্রষ্টারে এক মুহূর্ত ভুলতে পারেন না?
১৪. 'দেহ হৃদে বল!'-দ্বারা কী বোঝানো হয়েছে?
১৫. 'তোমার প্রসাদ চারু ফুল ফল'- 'প্রার্থনা' কবিতায় উক্ত চরণে কবি কী বুঝিয়েছেন?

সৃজনশীল প্রশ্ন:

এই বিশাল পৃথিবী, তার অপার সৌন্দর্য, প্রাণের সঞ্চার, উপভোগের বিশাল আয়োজন সব কিছুই পরম করুণাময় স্রষ্টার দান। ভক্ত হৃদয় এই দয়ার দান প্রতি মুহূর্তে স্মরণ করে এবং স্রষ্টার প্রতি কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করে। ভক্তের হৃদয়-নিঃসৃত বাণী :
বিভো, দেহ হৃদে বল!
না জানি ভকতি, নাহি জানি স্তুতি,
কি দিয়া করিব, তোমার আরতি
আমি নিঃসম্বল!

ক. বিভো শব্দের আবিধানিক অর্থ কী?
খ. 'তোমার দুয়ারে আজি রিক্ত করে' বলতে কবি কী বোঝাতে চেয়েছেন?
গ. উদ্দীপকে স্রষ্টার যে অবদানের ইঙ্গিত দেয়া হয়েছে, তোমাদের পাঠ্যবইয়ের 'প্রার্থনা' কবিতার আলোকে তা আলোচনা করো।
ঘ. কবি তার ভক্তহৃদয়ে 'বল' দেবার জন্য স্রষ্টার কাছে কীভাবে প্রার্থনা জানিয়েছেন? বিশ্লেষণ করো।